চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ৯ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

উত্তর আগ্রাবাদের ২০ টি আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর মতবিনিময়

উত্তর আগ্রাবাদে অবস্থিত কেএল ব্লক সমাজ কল্যান সমিতি, কর্ণফুলি সমাজ কল্যান সমিতি, সোনালী আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, গুলবাগ আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, শ্যামলী আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি,জি ব্লক আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি,শান্তিবাগ আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, কর্নফুলি আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, রহমানবাগ আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, ব্যাংক কলোনী কল্যান সমিতি, পদ্মা আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, উত্তরা আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি, আগ্রাবাদ হাউজিং কল্যান সমিতি এবং আনন্দিপুর আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতি সহ ২০ টি আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে ৮ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বিকেলে কে-ব্লকস্থ কে এল ব্লক সমাজ কল্যান সমিতির কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। ২৪ নং উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ও সোনালী আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতির নেতা আলহাজ্ব নঈম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজম আলী, ২৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এস এম এরশাদ উল্লাহ, ২৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ও আবাসিক এলাকা কল্যান সমিতির নেতা সৈয়দ মোহাম্মদ জাকারিয়া, কে এল ব্লক সমাজ কল্যান সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব এম এ সাত্তার, সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা সহ সংশ্লিষ্ট আবাসিক এলাকা সমূহের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক তাদের আবাসিক এলাকার জলাবদ্ধতা, সড়ক উন্নয়ন, নালার উন্নয়ন, সড়ক সংস্কার, সড়ক বাতি ইত্যাদি বিষয়ে নানামুখি সমস্যা সমূহ মেয়র এর নিকট উপস্থাপন করেন। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন প্রায় ৪ ঘন্টা ব্যাপী আবাসিক এলাকার নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, প্রস্তাবনা ও তাদের মতামত সমূহ ধৈর্য্য সহকারে শুনেন এবং বলেন, জলাবদ্ধতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নাগরিক সমস্যা। অপরিকল্পিত নগরায়ন, বিভিন্ন সংস্থার নানা মুখি উন্নয়ন কাজের সমš^য়হীনতা, নাগরিকদের একটি অংশের দ্বারা মানব সৃষ্ট সমস্যা, প্রাকৃতিক ভাবে গ্রীন হাউজ ইফেক্ট, সমুদ্রের উষ্চতা প্রায় ২ মিটার বৃদ্ধি, বর্ষা মৌসুমে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রভাবে ৩ থেকে ৫ ফুট জোয়ারের পানিবৃদ্ধি, সুপরিকল্পিত ড্রেনেজ ও সোয়ারেজ সিষ্টেম না থাকা, অতিবৃষ্টির পানি অপসারনে নানামুখি প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদির কারনে নগরীতে বর্ষা মৌসুমে সাময়িক জলাবদ্ধতা সৃষ্টির ফলে নাগরিক দূর্ভোগ চরম আকার ধারন করে। যার দায়ভার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উপর বর্তায়। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মেয়রের নিকট নগরবাসীর প্রত্যাশা হলো এসকল সমস্যা দ্রুত সমাধান করা। মেয়র বলেন, মহেশখালের জোয়ারের পানি থেকে হালিশহর ও আগ্রাবাদ এলাকার নাগরিকদের দূর্ভোগ লাঘবের জন্য মহেশখালে বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি অস্থায়ী বাধ নির্মাণ করেছিল। এ বাঁধের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দায়িত্ব নিয়ে বাঁধটি অপসারন করতে বাধ্য হয়েছে। বাঁধ অপসারনের কারনে দিনে দু’বার জোয়ারের পানি প্রবেশ করার কারনে জনদূর্ভোগ লেগেই থাকে। এ থেকে পরিত্রানের লক্ষে মহেশখালের প্রবেশ মুখে পাম্প হাউজ সহ ¯øুইচ গেইট নির্মান, পরিকল্পিতভাবে মহেশখাল খনন এবং মহেশখাল থেকে বঙ্গোপসাগরে ডাইভারশন খাল খনন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষে নগরীতে বিদ্যমান ১৬ টি খালের মাটি উত্তোলন ও অপসারনের জন্য প্রায় ১৮ কোটি টাকার দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ দিয়ে কাজ চলমান রাখা হয়েছে। এছাড়াও জাইকার অর্থায়নে ১ শত কোটি টাকা ব্যয়ে মহেশখাল, সুরভী খাল, ডাইভারশন খালে খাল সংলগ্ন রাস্তা ও প্রতিরোধ দেয়ালের কাজ চলমান রয়েছে। এবং ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে। নগরীর জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসনের লক্ষে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন চীনের সরকারী প্রতিষ্ঠান পাওয়ার চায়নার সাথে

২৭ টি স্লুইচ গেইট, বড় খাল সমূহের দ'ুপাশে প্রতিরোধ দেয়াল, রাস্তা ও ব্রিজ নির্মান এবং খাল সমূহের ড্রেজিং এর জন্য ৫ হাজার ৬ শত কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার পিডিপিপি সম্প্রতি পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন হয়েছে এবং প্রকল্পটি জিটুজি এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্যা ইআরডিতে প্রেরন করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রস্তুতির কাজ চলছে। তাছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ১২ টি স্কেভেটর, ৫০ টি ড্রামট্রাক ও ৪ টি পে-লোডার দিয়ে নগরীর খাল সমূহ থেকে প্রতিনিয়ত মাটি উত্তোলন ও মাটি অপসারন কাজ চলমান রয়েছে। মেয়র বলেন, বর্ষার বর্ষনে নগরীর প্রায় ৩৫০ কি.মি. সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেসকল ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সমূহ মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের নিকট ৫ শত কোটি টাকা থোক বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও সরকার প্রতিশ্রæত উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রীর নিকট ২ হাজার ৫ শত কোটি টাকা বরাদ্ধ চেয়ে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরন করা হয়েছে। মেয়র বলেন, এছাড়াও ৮৮৪ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মাননীয় মন্ত্রী ও এমপিদের সুপারিশে ১২০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ইতোপূর্বে একনেকে অনুমোদিত ৭১৬ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ২ শত কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র আহবান করা হয়েছে এছাড়াও আরো ১৬ কোটি টাকার প্রকল্পের দরপত্র আহবানের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা বাবত খরচ হতো ৯ কোটি টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে ২০ কোটি টাকায় উন্নিত হয়েছে। তিনি বলেন, নাগরিকদের পৌরকরের উপর নগরীর সেবা নির্ভর করে। তিনি আশা করেন, সম্মানীত নগরবাসী নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করে নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযেগিতা অব্যাহত রাখবেন। তিনি বলেন, উত্তর আগ্রাবাদ এলাকার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সম্পুন্ন আন্তরিক এ লক্ষে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে নাগরিক চাহিদা নিশ্চিত করা হবে।

চট্টগ্রাম- ৯ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা ও সচ্ছল করতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ----------সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

শহর সমাজ সেবা কার্যালয়-৩ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর যৌথ আয়োজনে বয়স্ক-অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের মাঝে ভাতার বই বিতরণ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। ৯ জুলাই ২০১৭ খ্রি. রবিবার, সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম শহর সমাজসেবা কার্যালয়-৩ এর উদ্যোগে ২২২ জন বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে সরকার প্রদত্ত মাসিক ভাতার বই বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর এর উপ-পরিচালক বন্দনা দাশ, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস আবিদা আজাদ, জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ এর কেন্দ্রীয় সদস্য সৈয়দ মোরশেদ হোসেন, উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সোস্যাল সার্ভিসেস অফিসার কামরুল পাশা ভূঁইয়া। ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস আঞ্জুমান আরা বেগম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম সহ চসিক এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, চট্টগ্রাম নগরে ২০০৬ সাল থেকে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রচলন হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক বেষ্টনির আওতায় গ্রামের সাথে শহর এলাকাকেও সংযুক্ত করে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা চালু করেছেন। তিনি চট্টগ্রাম নগরীতে বিধবা ভাতা চালু করার প্রস্তাব করে বলেন, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহিত কর্মসূচির আলোকে চট্টগ্রাম নগরীর শহর সমাজসেবা কার্যালয়-৩ এর অধীনে ১৫৭ জন প্রতিবন্ধীকে মাসিক ৬শত টাকা এবং ৬৫জন দরিদ্র বয়স্ককে মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা স্বশরীরে ব্যাংক থেকে নিয়মিত উত্তোলন করার আহবান জানিয়ে বলেন, শেখ হাসিনার

সরকার বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদায় সমাজবদ্ধ করার প্রয়াসে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা ও সচ্ছল করতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, সরকারের নানামুখি সুবিধা প্রাপ্তির বাইরে এখনো অনেকেই রয়েছে। যোগাযোগ বা সমš^য়হীনতার কারনে অনেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী পরিবার প্রতিনিধিদেরকে এ কর্মসূচি সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করে ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে তিনি মত প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠান শেষে মেয়র ২২২ জন এর হাতে ভাতার বই তুলে দেন।

চট্টগ্রাম- ৯ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

নীতি নৈতিকতাহীন কোন মানুষ সমাজের কল্যাণ করতে পারে না
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কায়সার-নিলুফার কলেজ এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৭ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষার আলোতে আলোকিত নাগরিক গড়ার প্রত্যয়ে জনগণের প্রদেয় ট্যাক্সের টাকা শিক্ষাখাতে ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। জনগণের অর্থে যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তিনি তাদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার পরামর্শ দেন। আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনা যাদের উপর ন্যস্ত হবে তাদেরকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন করতে হবে। মেয়র বলেন, নীতি নৈতিকতাহীন কোন মানুষ সমাজের কল্যাণ করতে পারে না। সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ নাগরিক দেশের কল্যাণ বয়ে আনে। ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন বাস্তবায়ন এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য বর্তমান শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হিসেবে সু-শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন মেয়র। ৯ জুলাই ২০১৭ খ্রি. রবিবার, সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কায়সার-নিলুফার কলেজ এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৭ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এসব কথা বলেন। প্যানেল মেয়র ও ২০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড চট্টগ্রাম এর কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর সুমন বড়ুয়া, শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, ৩৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী নুরুল হক, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস আঞ্জুমান আরা বেগম, সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুক। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি আ জ ম নাছির উদ্দীন বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

৯ জুলাই ২০১৭ইং

‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্ম ও রূপকল্পের স্বপ্নজালে বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে সিটি মেয়র আ.জ.ম নাছির উদ্দিন
তাঁর স্বপ্ন অলীক নয়, আলোকিত স্বদেশের খসড়া

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ.জ.ম নাছির উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষকে শুধু স্বপ্নই দেখাননি। অসম্ভবকে সম্ভব করে তা বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর অতুলনীয় কল্পনা শক্তিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যত রূপকল্প ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর কোন স্বপ্নই অলীক নয়, আলোকিত স্বদেশের খসড়া। তিনি আরো বলেন, সকল কঠিন পথ অতিক্রমের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে আমরা সামনের দিকে এগুচ্ছি। এই অগ্রযাত্রায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিসংখ্যান বিস্ময়কর। এই সাফল্য ও অর্জন সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন কল্পনার বাস্তবভিত্তি নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

তিনি গতকাল রোববার বিকেলে নগর ভবনস্থ কে.বি আবদুস সাত্তার মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম জেলা আয়োজিত ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্ম ও রূপকল্পের স্বপ্নজালে বাংলাদেশ‘ শীর্ষক

সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে সিটি মেয়র আ.জ.ম নাছির উদ্দিন একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বিগত ৮ বছরে বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করেছে। পদ্মাসেতুর জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থ যোগান দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। বাংলাদেশ বড় ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নমুখী মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজস্ব সম্পদ বিনিয়োগের ক্ষমতা রাখে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে এখন উন্নয়নের স্বর্ণযুগ চলছে। অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে ক্রম উন্নতির সুচক বেড়েছে। এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহাপরিকল্পনায়।

বিশেষ অতিথির ভাষণে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম উদ্দিন চৌধুরী বলেন- বাংলাদেশের বিগত বছরগুলোতে নানা কারণে স্থিতিশীল পরিবেশ ক্ষুন্ন হয়েছে। নৈরাজ্য ও নাশকতায় দিনের পর দিন বাংলাদেশকে অচল করার অপচেষ্টা হয়েছে। তারপরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা থেমে থাকেনি। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবার পথে। দুর্যোগ-দুর্বিপাক এবং দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র স্বত্তে¡ও বাংলাদেশ এগুতে পারে। এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীকে দেখিয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে সকল নৈতিকবাচক ধারণার অবসান হয়েছে। উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে বাংলাদেশের ইতিবাচক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ বিশ্বে মডেল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

সভাপতির ভাষণে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি অনুপ বিশ্বাস বলেন, শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশের নয়। সারাদেশের শোষিত মানুষের নেত্রী। তিনি বাংলাদেশকে পরনির্ভরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে স্বনির্ভরতার অবলম্বন দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক সংস্কৃতিকর্মী খোরশেদ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্ম ও রূপকল্পের স্বপ্নজালে বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু প্রজন্মলীগ এর সাংগঠনিক সম্পাদক এ এম মহিউদ্দিন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ২৪ নং উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সৈয়দ মো.জাকারিয়া, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক সদস্য আবদুল মন্নান ফেরদৌস, নগর যুবলীগের সদস্য লিটন রায় চৌধুরী, নারী নেত্রী রিংকু ভট্টচার্য, চট্টগ্রাম আইন কলেজের সাবেক ভিপি এড.টিপু শীল জয়দেব, কবি সজল দাশ। উপস্থিত ছিলেন নগর যুবলীগের সদস্য মীর আবদুর রহমান মামুন, এড. নজরুল ইসলাম, সংস্কৃতিক কর্মী এনামুল হাসান, ইয়াছির আরাফাত বাপ্পী, মো. রাকিব, হাসান মুরাদ রনি, চৌধুরী মহিউল, অজয় দাশ, এস এম জাহেদ, শাহীন চৌধুরী প্রমূখ।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা